







# ପ୍ରକାଶକ

# ହୃଦୟକର୍ମକାମ

# ବ୍ୟାକିଳା

# ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের মঞ্চে 'বিশেষ বন্ধু' মিথিলার সঙ্গে সুজিত, সঙ্গে শাহরুখ

ରାଫିয়ାଥ ରଶୀଦ ମିଥିଲା...  
ବାଂଲାଦେଶରେ ବେଶ ପରିଚିତ ମୁଖ ।  
ବେଶକ୍ୟେକ ମାସ ଧରେ ଦୁଇପାରେର  
ଟିଣଶେଲାଟୁଟେ ଗୁଣ୍ଠନ, ପରିଚାଳକ  
ସ୍ଵଜିତ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାଯେର ସଙ୍ଗେ  
”ବିଶେଷ ବସ୍ତୁତ” ରୋହେ ତାଁର ।  
ସ୍ଵଜିତେର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଷ୍ଠାନେଓ  
ଦେଖୋ ମେଲେ ତାଁର । ଏ ବାର ୨୫ତମ  
କଲକାତା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚଲଚିତ୍ର  
ଉତସବେଓ ଏକସଙ୍ଗେ ଦେଖା ଗେଲ  
ତାଁରେ । ସେଇ ଛବି କ୍ୟାମେରାବନ୍ଦିହୟେ  
ଛଡ଼ିଯେ ପଡ଼ିତେଇ ଚାପା ଗୁଣନ ଆରାଓ  
ଜୋରାଲୋ ହୁଏ ଉଠେଛେ । ତବେ କି  
ସତିଇ ବିଶେଷ ବସ୍ତୁତ ନାମ ନିତେ  
ଚଲେଛେ ଅନ୍ୟ କୋନେও ନାମ,  
ପରିଚଯ... ତୁମେ ଉଠେଛେ  
ଜଙ୍ଗନା ଛବିତେ ମିଥିଲା ଏବଂ  
ସ୍ଵଜିତେର ମାବାଖାନେ ଦେଖା ଗିଯେଛେ  
ସ୍ବୟଃ କିଂ ଖାନକେ । ଶୁକ୍ରବାର  
ବିକେଳେଇ କଲକାତା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ  
ଚଲଚିତ୍ର ଉତସବର ଉଦ୍ବୋଧନ କରତେ  
ଶହରେ ଚଲେ ଏସେଛିଲେନ କିଂ ଖାନ ।  
ନେତାଜି ଇନ୍ଡୋରେ ବସେଛିଲ ଚାଁଦେର  
ହାଟ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମରତା ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ  
ଥେକେ ଶୁରୁ କରେ ସୌରଭ  
ଗଞ୍ଜୋପାଧ୍ୟାୟ, ମହେଶ ଭଟ୍ଟ, ରାଧି  
ଗୁଲଜାର... ଟିଲିଟ୍ ଡେର ଦେବ,  
ଶୁଭଶ୍ରୀ, ନୁସରତ, ମିମି...ହାଜିର  
ଛିଲେନ ପ୍ରାୟ ସକଳେଇ । ସଦିଗୁ  
ଶାରୀରିକ ଅସୁନ୍ଦତାର ଜନ୍ୟ ଉପର୍ଯ୍ୟତ  
ହତେ ପାରେନନି ଅଗିତାବ ବଚନ ।  
ମିଥିଲାକେ ନିଯେ ହାଜିର ଛିଲେନ  
ସ୍ଵଜିତ ଓ ଦେଖୁନ ମିଥିଲାର ସଙ୍ଗେ  
ସ୍ଵଜିତେର ଛବିକିଛୁ ଦିନ ଆଗେ  
ବାଂଲାଦେଶର ପରିଚାଳକ ଇକଟେଖାର  
ଆହମେଦ ଫାହମିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ  
ମୁହୂର୍ତ୍ତର କିଛି ଛବିକୋଷ୍ଯାଳ ସାଇଟେ  
କୋନ୍‌ଓଭାରେ ଲିକ ହେଁ ଗିଯେଛିଲ ।  
ଆର ଲିକ ହତେଇ ତା ଦୁଇ ବାଂଲାଯ  
ଭାଇରାଲ ହେଁ ଯାଏ । ଗୋଟା ସଟନାଯ  
ମିଡିଆକେ ଦୁସେହିଲେନ ମିଥିଲା ।  
ଫେସ୍‌ବୁକେର ଦୀର୍ଘ ସେଟ୍‌ଟାସେ ତିନି  
ସାଇବାର କ୍ରାଇମେ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟେର

ত্রণমূলের তিনি তারকা সাংসদ তথা টলিউড অভিনেতা দেব ও অভিনেত্রী নুসরত জাহান এবং মিমি চক্রবর্তী। এছাড়াও, চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাক্ষী থাকতে হাজির ছিলেন কোয়েল মল্লিক, শুভ শ্রী গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণী মৈত্রী, খাত্তিক চক্রবর্তী, সোহম চক্রবর্তী, তনুশ্রী চক্রবর্তী, প্রিয়াঙ্কা সরকার, সৌরসেনী মৈত্রী, অঙ্কুশ, পাওলি দাম, শতাব্দী রায়, ইন্দ্রানী হালদার-সহ আরও অনেকে। শারীরিক অসুস্থতার জন্য অনুপস্থিত অমিতাভ বচন। চেয়ারম্যান রাজ চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে নতুন লোগো উদ্বোধন হল অনুষ্ঠান মধ্যে শাহরংখকে সংবর্ধনা দিয়ে বরণ করে নিলেন সাংসদ নুসরত জাহান। শাহরংখ ধন্যবাদ জানালেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে বাংলার সঙ্গে তাঁকে পরিচয় করানোর জন্য। ভারতীয় চলচ্চিত্র ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করার জন্য বাংলার পরিচালকদের ধন্যবাদও জানালেন উল্লেখ্য, এই প্রথমবার কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সদ্য বিসিসিআই চেয়ারম্যান তথা বাংলার “দাদা” সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁর স্ত্রী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন যিশু সেনগুপ্ত এবং পরমবৃত চট্টোপাধ্যায়। সৌরভকে সংবর্ধনা জানালেন জিত গঙ্গোপাধ্যায়। রাখী গুলজারকে সংবর্ধনা জানালেন দেব। মধ্যে আরও একবার খোশ মেজাজে দেখা গেল “সড়ক” জুটি মহেশ ভাট এবং যিশু সেনগুপ্তকে। উল্লেখ্য, এবার বাংলা সিনেমাও পা রাখলেন শতবর্ষে মধ্যে দাঁড়িয়ে সৌরভ বলেন, ”আমি বিশেষ কোনও স্পিচ তৈরি করে আসিনি ধন্যবাদ মতা বল্দোপাধ্যায়কে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। এবার শতবর্ষ পূরণ হল বাংলা সিনেমার। এই শহুর দেখেছে সত্যজিত রায়, মৃগাল সেন, খাত্তিক ঘটককে। যার জন্য সারা বিশ্ব চেনে ভারতীয় সিনেমা এবং বাংলা সিনেমাকে। সিনেমা নিয়ে নতুন প্রজন্মের উত্সাহ দেখলেও ভাল। এই কর্মসূচের সঙ্গে জড়িত সবাইকে ধন্যবাদ কলাকুশলী থেকে অভিনেতা-অভিনেত্রী সবাইকে শুদ্ধ জানাই। যারা বাংলা ছবিকে আজ এই উচ্চতায় এনে দাঁড়ি করিয়েছেন। অনেকেই সিনেমা রিলিজ করতে পারেন না, তাদেরে জন দুয়ার খুলে দিয়েছে এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল।” শাহরংখ খানকেও আমন্ত্রণ জানালেন ”বাংলার দাদা” বাংলাতেই বৃক্ষতা দিলেন অভিনেত্রী রাধী গুলজার। তিনি বলেন, ”আমি এই বাংলার মেয়ে আমার ধর্মনীতে বাংলা রয়েছে আজ এই উৎসব বিগত ২৫ বছর ধরে চলছে। বাংলার মেয়ে হিসেবে আমি গর্বিত। আজকে এখানে যারা উপস্থিত, তাদের জনাই আমার শুদ্ধা, শুভকামনা আপনারা ভাল থাকুন। আমি অনেক ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল দেখেছি, এত আস্তরিকতা কোথাও দেখিনি।” এরপর মধ্যেই তিনি শাহরংখকে দিয়ে গাওয়ালেন। ”ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা।” তবে ব্যক্তিগতভাবে রাজ চক্রবর্তী প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানালেনও। অনুপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন চেয়ারম্যান।

A black and white photograph showing a close-up of various vegetables, including a large head of cauliflower and several onions, arranged in a basket-like container.

# সুস্থান্ত্রের জন্য প্রতিদিন কঁচা সজি ও ফল খান



ও মিনারেলের তুলনায় কাঁচা ও  
সবজিতে উপস্থিত প্রোটি  
ভিটামিন ও মিনারেলস শরীর  
বেশি সহজে অ্যাবোর্জ হয়। ত  
প্রতিদিন কিছু কাঁচা সবজি ও ২  
খান। সুস্থ থাকবে শরীরে সর্ব  
যাত্রাপথে খাবারের ব্যাপারে এ  
সতর্ক থাকা উচিত। নতুন জায়গ  
যাওয়ার সময় অতি উত্তস  
ইচ্ছামতো খাওয়া উচিত ন  
তাহলে হয়তো পেটের সমস্য  
হোটেল রুম আর হাসপাতালে  
আটকে থাকতে হবে। তাই অ্যাম  
সময় নিম্নলিখিত খাবারগুলি থে  
সতর্ক হোনপানীয়: যেকোনো  
ধরনের পানীয় এমনকি খাবার ড  
পানের ফেংত্রে সতর্ক থাকতে হ  
পানীয়ের বোতল অবশ্যই সিল ব  
কিনা দেখে নেবেন। রাস্তাঘাট  
অনেক নকল পানীয় পাওয়া য  
তাই একটু দেখেশুনে ১  
করবেন আধ সিদ্ধ খাবার: ম  
কাঁচা বা আধ সিদ্ধ যেকোনো

কল  
নেন,  
রে  
চাই  
ফল  
দাই  
কৃত  
গায়  
হে  
য়।  
যায়  
লই  
গৱে  
কে  
ন্না  
জল  
ব।  
করা  
টে  
য়।  
নান  
গে  
না

খাবারে ব্যাকটেরিয়ার আশঙ্কা  
থাকে। বিশেষত, জল বা অন্য  
কোনো কোমল পানীয় গ্রহণের  
সময় রাস্তা থেকে কেনা বরফ  
মেশানো উচিত নয়। কারণ এই  
বরফ দুর্যোগ জল থেকে তৈরি হতে  
পারে। রাস্তা বা বাস-ট্রেন স্ট্যান্ড  
থেকে স্থানীয়ভাবে তৈরি খোলা  
আইসক্রিম খাওয়া উচিত  
নয়। ডিম: আমরা অনেকেই  
ভ্রমণের সময় আধ সিন্ধু ডিম সঙ্গে  
নিই। বাস বা রেলস্টেশনেও ডিম  
পাওয়া যায়। অনেকের তো কাঁচা  
ডিম খাওয়ারও অভ্যাস আছে।  
কিন্তু যাত্রাপথে আধ সিন্ধু বা কাঁচা  
ডিম না খাওয়াটাই ভালো কাঁচা  
সবজি: যেকোনো ভ্রমণ শাইড  
খুললেই দেখবেন নতুন জায়গায়  
গিয়ে সালাদ খেতে নিষেধ করা  
হয়েছে। কারণ সবজিগুলো কেবল  
জল দিয়ে ধোয়া হয়েছে,  
সেগুলো তাজা না দীর্ঘদিন ফ্রিজে  
ছিল, সেটা নিশ্চিত করে বলা যায়

এবং নতুন জায়গায় গিয়ে সা-  
সালাদ থেকে দূরে থাকুন। দ  
হলে বান্ধা করা গরম জ  
খান রেস্টুরেন্ট এড়িয়ে য  
ভ্রমণে চলার পথে স্টিটুট  
খাওয়াটা অধিকতর নির  
কারণ এটা আপনার সামা-  
তৈরি হচ্ছে। অন্য  
মহাসড়কের পাশে বা বি-  
স্টেশনে যেসব রেস্টুরেন্ট  
সেখানে কৌভাবে খাবার  
হচ্ছে, তা আপনি জানেন  
তবে এর মানে রেস্টুরেন্ট  
একেবারেই বর্জন করতে হচ্ছে  
নয়। রেস্টুরেন্টে গেলে  
সময় খাবেন, যখন লোক স  
বেশি থাকে সস, আচারঃ  
আচার বা চাটনি থেকে  
থাকাটা নিশ্চয়ই কষ্টকর।  
ভ্রমণে এগুলো থেকে দূরে  
ভালো। রাস্তাগাটের আচার ব  
তৈরিতে নোংরা জল বা  
উপাদান ব্যবহার করা

# দীর্ঘ সময় বসে কাজ? হতে পারে স্লিপ ডিস্ক, জেনে নিন কি করবেন

মামাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে  
অনিয়মের কারণেই অধিকাংশ  
ক্ষেত্রে “স্লিপ ডিস্ক” বা “ডিস্ক  
প্রলায়ান্স” এর সৃষ্টি হয়। দিনের  
প্রায় প্রতিটি দিন কোমরের কাছে মেরুদণ্ডের  
হাতে হাতে হাতে ভুল ভাবে বেশি  
চাপ পড়তে পড়তে এক সময়  
পিছনের স্নায়ুতে চাপ দিতে শুরু  
হয়ে এর ফলে শুরু হয় কারেন্ট  
গাগার মতো তীব্র ব্যথা। দেখা দেয়  
“অ্যাকিউট ডিস্ক  
প্রলায়ান্স” অনেকে সময় নীচ হয়ে  
যাঁচকা টানে কিছু সরাতে গিয়ে,  
না জেনেবুরো ব্যায়াম করতে  
যাইয়েও সমস্যা হতে পারে। আবার  
ব্যায়াম না করার অভ্যাস ও  
বেসিটি থাকলেও সমস্যা হতে  
পারে। ১৫-৮০ বছর বয়সে এ রোগ  
বেশি হয়। ৫০-৮০ বছর বয়সের  
মানুষদের ক্ষেত্রে বেশি হয় “ক্রনিক  
ডিস্ক প্রলায়ান্স”। এই অসুস্থি প্রথম  
দিকে হালকা ব্যথা হয়। পরিমাণ  
যথাকে বলে অনেকেই ব্যথাকে  
আত্ম দেয় না। তাই ভিতরে ভিতরে  
য়টিল হয়ে উঠতে থাকে এই  
ব্যথা। এমন একটা সময় আসে যখন  
কোমর পেটের পেটের পেটের স্বচ্ছ



ভালো কাজ হয়। মেরেরা ৪৫ আর  
ছেলেরা ৬০ বছর বয়সের পরে  
ডাঙ্কার দেখিয়ে ভিটামিন ডি খান।  
চিকিৎসকের পরামর্শ মতো হাড়  
মজবুত রাখার ওয়ুধণ খেতে হবে।  
প্রতিদিন ৩০ মিনিট থেকে এক  
ঘণ্টা ভোরের রোদে থাকুন।  
অতিরিক্ত ধূমপানে হাড় পাতলা  
হয়।

বা পায়ের পাতা উপরে তুলতে কষ্ট  
হয়। এমন পরিস্থিতিতে  
এমারাই আই স্ক্যান করে অবস্থার  
পর্যালোচনা করা দরকার। ক্রিনিক  
ডিস্ক প্রোল্যাসে কয়েকটি নিয়ম ও  
সামান্য ওয়ুধেই প্রায় ৭০ শতাংশ  
ক্ষেত্রে রেগ নিয়ন্ত্রণে  
থাকে অ্যাকিউট ডিস্ক প্রোল্যাসের  
আপারেশন বলতে যেটুকু ডিস্ক

এসেছে তাকে কেটে নাভিবে  
চাপমুক্ত করা। খুব একটি  
কাটাহেঁড়া করতে হয় না এতে  
কখনও মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে  
কখনও ছোট্ট ফুটো করে  
এঙ্গোস্কোপের সাহায্যে অপারেশন  
হয়। ক্রিনিক ডিস্ক প্রোল্যাসে বড়  
অপারেশন করাতে হয়। তবে  
অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপারেশনের পর

# গান মন্তিক্ষের কর্মক্ষমতা কটটা বাড়িয়ে দিতে পারে

গান শুনতে ভালোবাসেন না, এমন মানুষ পাওয়া কঠিন। গান শোনা শুনোদনের অংশই নয়, স্বাস্থ্য ও মন ঠিক রাখতেও দারণ কার্যকরী। শরীরিক  
ক্লান্তি দূর করা ও মানসিকভাবে চাঞ্চ রাখতে সংগীতের রয়েছে দারুণ  
উপকারিতা। গবেষকরা বলছেন, গান শোনার ফলে শরীরে ডোপামিন  
নামক একটি হরমোন নিঃসৃত হয়, যা মন ভালো করে তুলতে সাহায্য করে  
গান মানুষের শরীর ও মন সুস্থ রাখার পাশাপাশি আইকিউ এবং স্মৃতিশক্তি  
বাড়ায়। এজনই হ্যাত আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছিলেন, “আমি যদি পদাধন  
বিজ্ঞানী না হতাম, তাহলে সঙ্গীতজ্ঞ হতাম।” একাধিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে  
গান শোনার মাধ্যমে মানুষের সম্পূর্ণ মস্তিষ্ক একসঙ্গে সজাগ হয়ে ওঠে  
বাড়ে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতাও। বিশেষ করে ব্যক্ত মানুষদের মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য  
ভালো রাখতে কার্যকরী প্রভাব ফেলে সংগীত মানসিক ক্লান্তি ও অবসান্ন  
ক্ষমতার বাকাটাতে সংগীত দারণ ওয়্যথ হিসেবে কাজ করে। তাই গবেষকদেরে  
পরামর্শ, প্রচণ্ড কাজের চাপে শরীর ও মন ক্লান্ত হয়ে পড়লে গান শুনতে  
উপকার পাওয়া যায় ব্যায়াম বা শরীরচর্চার সময় গান বা ইনস্ট্রুমেন্টার  
মিউজিক শুনলে সহজে ক্লান্তি আসে না। ফলে দীর্ঘক্ষণ শরীরচাচা চালিলে  
যাওয়া যায় বিজ্ঞানীদের পরামর্শক্ষয় দেখা গিয়েছে, খামার বা বাগানে সংগীত  
বা যন্ত্রসংগীত চালিয়ে রাখলে গাছের বৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে দ্রুত হয় সংগীত  
মনসৎঃযোগ বৃদ্ধিতে ও বৃদ্ধিমত্তার বিকাশে সাহায্য করে বলে একাধিক  
গবেষণায় প্রমাণ পাওয়া যায়। মার্কিন গবেষকদের দাবি, গণিত চর্চার সময়  
গান শুনলে সাফল্যের হার বৃদ্ধি পায়।



শনিবার ত্রিপুরা বিধানসভা সচিবালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীশুঁ দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

বিশ্বভারতী সমাৰ্বতনে আসছেন  
রাষ্ট্ৰপতি চিৰাবলী উপহারে  
সন্মানিত কৰবে বিশ্বভারতী

**শাস্তিনিকেতন, ৯ নভেম্বর (ই.স.):** কবির আঁকা চিত্রাবলী উপহারে সম্মানিত করা হবে বিশ্বভারতী পরিদর্শক তথ্য দেশের রাষ্ট্রপতিকে। রবিবার দুদিনের সফরে শাস্তিনিকেতনে আসছেন সবচীক রামনাথ কোবিন্দ শতাধিক ক্যামেরার নজরদারি তে কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে আশ্রুঞ্জ পরিসর তবে বুলবুল এর আশক্ষয় বিকল্প স্থান হিসাবে নাট্য ঘর কে প্রস্তুত রাখা হচ্ছে। কিন্তু সমাবর্তনে আগেই সি আই এস এফ এর বিতর্ক দানা বাঁধায় অস্থিতে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। পাবো ভি ভি আই পি দের উপস্থিতিতে কোন অগ্রিম কর্ম ঘটান যাতে না ঘটে তার জন্য সর্তক জেলা পুলিশ ও বিশ্বভারতী। সমাবর্তন কে সম্পূর্ণ প্লাস্টিক মুক্ত রাখার উদ্দোগ নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

১১ নতেম্বর সোমবার বিশ্বভারতীয় আশ্রমকুঞ্জে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। প্রথম অনুযায়ী আচার্য তথা প্রধানমন্ত্রী সমাবর্তনে উপস্থিত থাকেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সময় দিতে না পারায় পরিদর্শক হিসাবে রাষ্ট্রপতি উপস্থিত থাকবেন। সঙ্গে থাকবেন বাজাপাল জগদীশ ধনখড়। রবিবার বিকালে শাস্তিনিকেতনের কার্য প্রাপ্তির মাঝে কেলিকপট্টার নামেরে ছিন। যদি রবিবার কার্যে প্রাপ্তিনি সোনা ছাউনি থেকে কেলিকপট্টার

কুমার ডাঙ্গুর মাঠে হোলকপ্টার নামবেন তান। যদি বুলবুল কারনে পানাগত সেনা ছাড়ান থেকে হোলকপ্টার না ওড়ে। তাহলে সড়ক পথে তাকে শাস্তিনিকেতন আনার বিকল্প ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে রাষ্ট্রপতি থাকবেন বিশ্বভারতী রয়েল্স অতিথি নিবাসে। রাজপালের থাকার ব্যবস্থা হচ্ছে রতন কুট্টিরে। সন্ধান্য রাষ্ট্রপতি বিশেষ কয়েকজনের সঙ্গে স্বাক্ষর করবেন। তবে তারা কারা এই নিয়ে এখনও অন্ধকারে বিশ্বভারতী।

সোমবার সকালে ঐতিহ্য মেনে উত্তরায়নের উদয়ন বাড়িতে কবি কক্ষে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করে রাষ্ট্রপতি পৌঁছবেন ছাতিমতলা। এর মাঝে বিশ্বভারতী ভিজিটর বৃক খেয়াল খাতায় স্বাক্ষর রাখবেন পরিদর্শক। ছাতিমতলা থেকে থেকে বিশ্বভারতী কর্ম সমিতির সদস্য, একাডেমিক কাউন্সিল সদস্য, কোর্ট সদস্য, বিভিন্ন ভবন অধ্যক্ষ দের সঙ্গে মিলিত হবেন। উপাচার্য কে সঙ্গে নিয়ে বকুল বিথি থেকে শুরু হবে সমাবর্তনের শোভাযাত্রা। আশুকুঞ্জে মাঝা খান দিয়ে শোভাযাত্রা পৌঁছবে জহরবেদী তে। সমাবর্তন মধ্যে উপস্থিত থাকবেন রাষ্ট্রপতি রাম নাথ কোবিন্দ রাজপাল জগদীশ ধনখড় এবং উপাচার্য বিদ্যুৎ চৰ্ণবতী। শুরু তে জাতীয় সঙ্গীত। পরে অতিথি দের বরন করবেন ছাত্রীরা। বেদগানের মাধ্যমে শুরু হবে যাবে সমাবর্তন। সংকল্প বনন পাঠ শেষে উপাচার্য বিদ্যুৎ চৰ্ণবতী প্রাণ প্রাপ্তি করবে। পরিবর্তে প্রাণ প্রাপ্তি করবে মধ্যে পৌঁছে করবে প্রাণ প্রাপ্তি। টাইপোগ্রাফি

বিদ্যুৎ চক্ৰবৰ্তা স্বাগত ভাষণ দেনেন। পরিদৰ্শক ছাত্র ছাত্রাদের প্রাতানাথ রংপুর সপ্তপুরী তুলে দেবেন উপাচার্যের হাতে। পরিদৰ্শক তথ্য রাষ্ট্রপতি রামানাথ কোবিন্দ এবছৰ সমাৰ্বন্তনে দীক্ষান্ত ভাষণ দেবেন। শাস্তি মন্ত্ৰ উচ্চারণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হৈব।

তবে এবাৰ ও সমাৰ্বন পৰিৰে বিশ্বভাৰতী সৰ্বাচ্ছ সম্মান দেশিকোন্ম সহ অন্যান্য পুৱৰ্কাৰ দেওয়া পথা বন্ধ

আৰ আনন্দ ৫ একৰ জমি পাৰেন  
মুসলিমৰ। ভাৰতেৰ শীষ  
আদালতেৰ ইই সিদ্ধান্তে বেজায়  
চট্টে মুসলিম বাষ্ট পাকিস্তান

ଶେଷ ୨୦୧୩ ମାର୍ଚ୍ଚିଆର୍ଥରେ ଦେଶକୋତ୍ତମ, ଗନ୍ଧାର, ଅବନ, ରୟାନ୍ତ୍ର ପୁରଙ୍କାର ଦେଓଯା ହେଲିଛି । କିନ୍ତୁ ୨୦୧୮ ସାଲେ ଆଚାର୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଉପର୍ତ୍ତି ତେ ସମାବର୍ତ୍ତନେ ଦେଶକୋତ୍ତମ ସହ କୋଣ ପୁରଙ୍କାର ଦେଓଯା ହେବାନି । ପୁରଙ୍କାର ପ୍ରାପକ ଦେର ନାମ ତଙ୍କାଲୀନ ମାନବ ସମ୍ପଦ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରକ । ଏବାରଓ ଏହି ପୁରଙ୍କାର ଦେବୀର ଜନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦଶ୍ପ୍ରେ ଅନୁମୋଦନେର ଜନ୍ୟ ପାଠାଗୋ ହଲେ ଓ ସମର୍ଯ୍ୟ ଅଭାବେ ତା ବାତିଳ କରା ହେଲେ ବେଳେ ବିଶ୍ଵଭାରତୀ ସୁତ୍ରେ ଜାନା ଗେଛେ ।

ଏହାରୁ ୧୦୧୮ - ୧୦୧୧ ମିଶ୍ରକା ବର୍ଷେ ମୋଟ ୪୭.୧୫ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ କେ ସମାବର୍ତ୍ତନେ ପରି ମାଟ୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇନ କରାଯାଇଛି ।

এবছৰ ২০১৮ - ২০১৯ শক্ষা বয়ে মোট ৪৭২৫ জন ছাত্র ছাত্রা কে সমাবর্তনে পৰ সাচাফকেতু প্ৰদান কৰা হৈব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকাৰ জন্য রাজ্য মুখ্যমন্ত্ৰী কে ও আমন্ত্ৰণ জনিন্নেছে বিশ্বভাৱতী।  
বিশ্বভাৱতী পক্ষ থেকে পৰিদৰ্শক কে উপহাৰ স্বৰূপ বৰাণ্ণনাথেৰ হাতে অঁ কা ছবি রেলিকা তুলে দেওয়া হৈব। এছাড়াও কিছু বই। দেশৰে ফাস্ট লেডি কে দেওয়া হৈবে শাড়ি উপচাৰ্য বিদ্যুৎ চক্ৰবৰ্তী পৰিদৰ্শক এৰ হাতে বিশ্বভাৱতী পক্ষ থেকে উপহাৰ তুলে দিয়ে সম্মানিত কৰবেন। সমাৰ্বতনেৰ শেষে রাষ্ট্ৰপতি বিশ্বভাৱতী আশ্রম প্ৰাঙ্গন ঘুৰে দেখাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰায় তাৰ ও প্ৰস্তুতি নিচ্ছে বিশ্বভাৱতী। একই সঙ্গে আশ্রম প্ৰাঙ্গণে নিৰাপত্তা

অনেক গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। সুত্রের খবর, ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রপতি ভবনের আধিকারিকেরা দুর্ফায সমগ্র আশ্রম ঘুরে দেখেছেন।  
 ২০১৮ প্রধানমন্ত্রী মোদী উপস্থিততে সমাবর্তনে জল কেলেক্ষার জন্য ভাষণ দিতে উঠে ছাত্র ছাত্রীদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন আচার্য। সেই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার অনুষ্ঠান স্থলের জায়গায জায়গায পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা রাখছে বিশ্বভারতী। সমাবর্তন কে প্লাস্টিক মুক্ত রাখার জন্যে জলের পাউচ বা বোতল নিয়ে ঢোকা বন্ধ করার উদ্যোগ শুরু হয়েছে। বিশ্বভারতী জনসংযোগ আধিকারিক অনৰ্বাণ সরকার বলেন, ‘আমরা পরিদর্শকের উপস্থিত তে সমাবর্তন নিয়ে সব রকম প্রসূতি নিয়েছি। বুলবুল কারনে যদি কোন অসুবিধা হয় তাই বিকল্প ব্যবস্থা

হিসাবে নাট্য ঘর কে প্রস্তুত রাখা হচ্ছে।

**সুদীর্ঘ সংগ্রামের পর  
অবশেষে মিলল  
ন্যায় : ভিএইচপি**

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর (ই.স.) :  
অযোধ্যার মামলার রায়দানের দিনটিকে সমাধানের দিন হিসেবে  
আখ্যা দিয়েছে বিশ্বহিন্দু  
পরিষদ(ভিএইচপি)। দীর্ঘ সংবর্ধ  
এবং অসংখ্য বলিদানের পর আজ  
সুপ্রিম কোর্ট ন্যায় করেছে বলে  
বিশ্বহিন্দু পরিষদের তরফে জানানো  
হয়েছে। পাশা পাশি রায়দানকে  
স্থানের জ্যোতি বলে আখ্যা দিয়েছেন।

**দেশের সার্বোভৌম্য, ধর্ম নিরপেক্ষতা  
বজায় রাখার গুরু দায়িত্ব  
বিচারব্যাবস্থারই কাঁধে : কলকাতা  
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি**

দুর্গাপুর, ৯ নভেম্বর(ই.স.): যথার্থ সুবিচার হল এমন একটি বিষয় - যা  
সাধারণ নাগরিকক ইস্যুর অনেক উর্দ্ধে। আমাদের দেশের বিচার ব্যবস্থা  
দেশের নাগরিক অথবা যারা কিছু সময়ের জন্য এদেশে কর্মসূত্রেই হোক  
বা অন্য কোনও কারনে রয়েছেন, তাদের সবার জন্য সমান ন্যায় বিচার  
পাওয়ার ব্যবস্থা রাখে।' শনিবার দুর্গাপুর বার অ্যাসোশিয়েশনের সুবর্ণ  
জয়ন্তী অনুষ্ঠানে এসে এমনটাই জানালেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান  
বিচারপতি থেট্রাথিল ভাক্সন নায়ার রাধাকৃষ্ণন।

টেক্সটে প্রতিবন্ধ দর্শনের বাবে আমাদেশ প্রতিবন্ধের ব্যবস্থা স্বাক্ষী কর্তৃপক্ষ

**মুসলিমদের মন  
সর্বধর্মের জন্য  
খোলা রয়েছে  
ইমরান খান**

ইসলামাবাদ, ৯ নভেম্বর (ই.স.)  
শনিবার পাকিস্তানের পঞ্জাব  
প্রদেশের কর্তৃপুর করিডোর  
উদ্বোধনে শিখ সম্প্রদায়ের  
মানুষদের অভিনন্দন জানালেন  
পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান  
পাক প্রধানমন্ত্রী এক বার্তায় বলেন  
মুসলিমান সম্প্রদায়ের মানুষের  
ধার্মিক স্থান ও পূজা স্থানে পবিত্রত  
বজায় রাখা ভালোভাবেই জানেন

সত্ত্বেও জয় বলে আঝ্যা দিয়েছেন। শনিবার বিশহিদু পরিষদের কার্যকারি সভাপতি অলোক কুমার জানিয়েছেন, মণির নির্মাণের জন্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা মেনে কেন্দ্রীয় সরকারের তৎপর হওয়া উচিত। দ্রুততার সঙ্গে এই মন্দির গড়ে তোলা হবে। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের (এএসআই) প্রামাণ্য রিপোর্ট সকলের সামনে এসেছে। এএসআইয়ের পাশা পাশি অন্য সংগঠনগুলির প্রচেষ্টা এবং বিশেষজ্ঞদের মতামতের উপর ভিত্তি করেই দেশের শীর্ষ আদালত এই রায় দিয়েছে। এই সকল সংগঠনের প্রতি নিজের কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন তিনি। দেশের সর্বোচ্চ আদালতকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেছেন, ভারসাম্য বজায় রেখে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে। এই রায়দানে কেউ হারেনি বা জেতেনি। প্রায় ৪৯১ বছরের সংগ্রাম এতদিনে সফল হল। ৭০ বছর ধরে গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা হিন্দুরা এই রায়ের কামনাক্ষয় ছিল।

উল্লেখ্য, শনিবার দুর্গাপূর্ব বার অ্যাসোশিয়েশনের সুবন্ধু জয়স্তা অনুষ্ঠান ছিল। এদিন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কোলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি থোটাথিল ভাস্কুল নায়ার রাধাকৃষ্ণন। এছাড়ও ছিলেন কোলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়, বিচারপতি শিবকান্ত প্রসাদ। এদিন বক্তব্যে প্রধানবিচারপতি থোটাথিল ভাস্কুল নায়ার রাধাকৃষ্ণন বলেন, 'গনতন্ত্র কি? গনতন্ত্র মানে কোনো ভোগ্য পন্য নয়। কেনো রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনাও নয়, আসল গনতন্ত্র হল জনগনকে যেকোনো পরিস্থিতিতে সুবিচার দেওয়া।' তিনি আরও বলেন, 'আদালতের বার আমার কাছে নতুন কোন বিষয় নয়। যখন নেহাং ছাটো ছেলে, তখন থেকেই "বারা" এ যাত্যায়ত। আমার বাবা-মা দুজনই ছিলেন আইনজীবি। আর আমি সময়ে অসময়ে চলে যেতাম তাদের কাছে। খেলে বেড়াতাম বার চতুরে।' তিনি আরও বলেন, যথার্থ সুবিচার হল এমন একটি বিষয় - যা সাধারণ নাগরিকত্ব ইস্যুর অনেক উর্ধ্বে। আমাদের দেশের বিচার ব্যবস্থা দেশের নাগরিক অথবা যারা কিছু সময়ের জন্য এদেশে কর্মসূত্রেই হোক বা অন্য কোনও কারণে রয়েছেন, তাদের সবার জন্য সমান ন্যায় বিচার পাওয়ার ব্যবস্থা রাখা।' একই সঙ্গে কথায় কথায় পেন ডাউন, স্ট্রাইক করে আদালতের কাজকর্ম শিকেয় তোলার দায়ে আইনজীবিদের এদিন বিধিলেন কোলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'আইনজীবিদের কাঁধে সমাজের অনেক বেশী দায়িত্ব শ'য়ে শ'য়ে সাধারণ মানুষ ন্যায় বিচার পেতে ছুটে আসেন আদালতে। আদালতে আসা বাদী, বিবাদী সব পক্ষের মানুষকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে তাদের কাছে সুবিচার পেঁচে দিতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'ভারতবর্ষের ধর্ম নিরপেক্ষ, সাবর্ণভৌম প্রতিচ্ছবিকে সবার উর্ধে তুলে ধরার প্রধান দায়িত্বটি দেশের বিচার ব্যবস্থার কাঁধে। সব আইনজীবিদের এটি মনে রাখা দরকার।।

কর্তারপুর করিউরের উদ্বোধন, ইমরান  
খানকেও ধন্যবাদজ্ঞাপন মোদীর, পালটা  
অভিনন্দন পাক প্রধানমন্ত্রীরও

ଡেରୋ ବାବା ନାନକ, ୧ ନଭେମ୍ବର (ହି.ସ.) : ଶ୍ରୀ ଗୁରନାନକ ଦେବେର ୫୫୦ ତମ ପ୍ରକାଶନାମାର ଟ୍ରେଲିଙ୍ଗ୍ ଶର୍ତ୍ତିରୁର କର୍ତ୍ତାବଳୀ କ୍ରିଯାତର ଟ୍ରେଲିଙ୍ଗ୍ କରିଲୋ

কৃষ্ণদেব তালিকা থেকে মুছে ফেলা শিখদের নাম প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী  
বলেছেন, বেশ কয়েকবছর ধরে কিছু শিখ ভাই ভারতে আসতে অসুবিধার  
মুখোয়ারি হচ্ছিলেন যা দুর্বিত্ত করা হয়েছে এখন তাঁরা ভিসা অথবা  
ওসিআই কার্ডের জন্য ভারতে আসতে পারেনন্ট ভারতে বসবাসকারী  
নিজেদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে পারেনন্ট প্রধানমন্ত্রীর কথায়,  
কেন্দ্রের আরও দুটি সিদ্ধান্তের জন্য শিখদের সরকারি উপকার হয়েছে এই  
জন্মু ও কাশীর থেকে ৩৭০ অনুচ্ছেদ রাদ করার সঙ্গে সঙ্গে জন্মু ও কাশীর  
এবং লাদাখে বসবাসকারী শিখ পরিবারগুলিও ভারতে থাকা শিখদের  
মতো একই অধিকার পাবেন্ট এখনও পর্যন্ত প্রায় হাজার শিখ পরিবার  
ছিল, যাঁরা এই অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেনন্ট নাগরিকত্ব সংশোধনী  
বিলের সৌজন্যে তাঁদের ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়া সহজ হবেন্ট এছাড়াও  
চলতি বছরে জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ডে ১০০ বছর পূর্ণ হওয়ার পর  
এখন আধুনিক রূপ দেওয়া হচ্ছে কর্তৃপক্ষের করিডর তৈরি হওয়ায়  
পঞ্জাব সরকার, পাকিস্তান সরকার এবং শ্রমিকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন  
প্রধানমন্ত্রী

লোধিতে এসে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রীটি সেখানে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান  
পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংড় বের সাহিত গুরুদ্বারে প্রথমনা  
করার পর গুরুদাসপুর জেলার ডেরা বাবা নানক-এ এসে পৌঁছন  
প্রধানমন্ত্রীটি সেখানে প্রান্তেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, পঞ্জাবের প্রান্তেন  
মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ সিং বাদলের সঙ্গেও সাক্ষাতকরেন প্রধানমন্ত্রীটি এছাড়াও  
উপস্থিত ছিলেন গুরুদাসপুরের বিজেপি সাংসদ সানি দেওল, কেন্দ্রীয়  
মন্ত্রী হরলীপ পুরী এবং শিরোমণি অকালি দলের নেতা সুখবীর বাদলউ  
এরপর কর্তৃরপুর করিডরের ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টের উদ্বোধন করেছেন  
প্রধানমন্ত্রীটি সবশেষে ডেরা বাবা নানক-এ ভোজন করেন প্রধানমন্ত্রী  
নরেন্দ্র মোদী, পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং প্রমুখটি  
এদিকে পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের কর্তৃরপুর করিডোর উদ্বোধনে  
শিখ সম্প্রদায়ের মানুষদের অভিনন্দন জানালেন পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রী  
ইমরান খান। পাক প্রধানমন্ত্রী এক বার্তায় বলেন, মুসলিমান সম্প্রদায়ের  
মানুষেরা ধার্মিক স্থান ও প্রজা স্থানে পবিত্রতা বজায় রাখা ভালোভাবেই  
জানেন। তিনি আরও বলেন, এই ঐতিহাসিক করিডোরের উন্মোচিত হওয়ার  
ফলে আঞ্চলিক শাস্তি বজায় রাখতে পাকিস্তান যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তারই  
একটি প্রমাণ। পাকিস্তান খোলা মনে শিখ সম্প্রদায়ের মানুষকে স্বাগত  
জানাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান আরও বলেন, মুসলিমরা মুসলিম  
সম্প্রদায়ের সহ অন্যান্য জাতির ধর্মের প্রতি আস্তা রাখা মানুষদের প্রতি  
একই ভালোবাসার নজরে দেখে।

অযোধ্যা মামলার সুপ্রিম রায়কে স্বাগত  
মুখ্যমন্ত্রী সর্বার, রামমন্দির নির্মাণে পাঁচ  
লক্ষ টাকা দান করবে মমিনুল্লের সংগঠন

নির্বাশোয়ে স্থাকার করে নেওয়াকে এক আনন্দের বিষয় বলে মনে করেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিজেপি-র বীজ রোপণকারী কবিল্দু পুরকায়স্থ।

## ১৩৪ বছর পুরনো বিবাদের সমাধান হল : শাহী ইমাম

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর (ই.স.) : ১৩৪ বছরের পুরনো বিবাদের অবশ্যে সমাধান হল বলে জানিয়েছেন দিল্লির জামা মসজিদের শাহি ইমাম সহিদ আহমেদ ভুখারি। শনিবার অযোধ্যা মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়দানের পর সহিদ আহমেদ ভুখারি জানিয়েছেন, মুসলমানেরা আগেই জানিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের রায় মনে নেওয়া হবে। ফলে এই রায় তারা মনে নিয়েছে। গোটা দেশে ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখ একান্ত প্রয়োজন। পাশাপাশি তিনি বিশ্বাস করেন যে সুরি ওয়াকফ বোর্ড বিষয়টি নিয়ে কোনও রিভিউ পিটিশন দায়ের করবে না। এতে করে সম্মতির আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে যাবে। দেশ সংবিধান এবং আইনব্যবস্থার মাধ্যমে চালিত হয়। এতে দেশের সকল মুসলমান স্বীকার করে নেবে। অযোধ্যা নিয়ে আর বিবাদ করা উচিত নয়। জমি নেওয়া হবে কি হবে না তা নিয়ে বিপৰ্যয় করে যদি প্রয়োজন হোয়।

# ରାମପୁରହାଟେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଯା ବୋମା ନିଷ୍ଠାଯି କରଳ ପ୍ରଲିପ୍ତ

ରାମପୁରହଟ, ୯ ନତେଷ୍ଵର (ହି. ସ.) : ଫେର ବୋମା ଉଦ୍ଧାର ହଲ ରାମପୁରହଟ  
ଥାନା ଏଲାକା ଥେକେ । ଏବାର ଦଖଲବାଟି ଗ୍ରାମ ଥେକେ । ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରାମେର ଏକଟି  
ଦୋକାନେର ମଧ୍ୟେ ଦୁଟି ପ୍ଲାଟିକେର ବାଲଭିତ୍ତିରେ ୪୫ ଟି ବୋମା ଉଦ୍ଧାର କରେ  
ପୁଲିଶ । ଓହଦିନ ପୁଲିଶ ବୋମା ଉଦ୍ଧାର କରଲେଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଲ ନା ଆସାଯ  
ତା ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରା ଯାଇନି । ଶନିବାର ବିକ୍ଳେନେ ଦୁର୍ଗାପୁର ଥେକେ ବୋମା ବିଶେଷଜ୍ଞ  
ଦଲ ଏସେ ବୋମା ଗୁଲି ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରେ । ଏନିଯେ ଦଖଲବାଟି ଏବଂ ଦାନଗ୍ରାମ  
ଥେକେ ୬୯ ଟି ବୋମା ଉଦ୍ଧାର କରେ ପୁଲିଶ । ପ୍ରସନ୍ନତ ୨ ନତେଷ୍ଵର ଦଖଲବାଟି  
ପ୍ରାମେର ବାସିନ୍ଦା ତୃଗମ୍ବୁଳ କର୍ମୀ ମୋଶାରଫ ହୋସେନ ଓରଫେ ବାସୁନ ଶେଖକେ  
ବୋମା ମେରେ ଖୁନ କରା ହୈ । ଖୁନେର ପାରେଇ ଦୁର୍କ୍ତିରୀ ଥାମେ ବୋମା ଫାଟିଯେ  
ଉଲ୍ଲାସ କରେ । ଓ ଇହ ଘଟନାଯ ତିନ ତୃଗମ୍ବୁଳ କର୍ମୀଙ୍କେ ପ୍ରେଫତାର କରେ ପୁଲିଶ ।  
ଏରପାରେଇ ଥାମେ ବୋମା ଉଦ୍ଧାରେ ତଳାଶ ଶୁରୁ କରା ହୈ । ତଳାଶିତେ ଦାନଗ୍ରାମ  
ଏବଂ ଦଖଲବାଟି ପ୍ଲାଟିକେ ଥିଲେ ପାଇଁ କୋଣା ଗୁଲି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ।



## ଗାନ୍ଧୀଜୀର ଆଦଶଟି ଦେଶେ ସୁଶାସନ

### ଏଣେ ଦେବେ : ଆର କେ ସିନହା

ଆହାନାବାଦ ଓ ଗ୍ରୀ, ୯ ନଭେମ୍ବର (ହି.ସ.) : ଗାନ୍ଧୀ ସଙ୍କଳିତ ଯାତ୍ରା ଅବ୍ୟାହତ ରେଖେ ପ୍ରବୀଗ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ରାଜ୍ସଭାର ସାଂସଦ ରବୀଷ୍ଟ କିଶୋର ଶିନହା ଜାନିଯାଇଛନ୍, ତାର କାହାର ସରଚ୍ୟେ ଆନନ୍ଦବସ୍ତର ବିଷ ହୁଏ ଯେ ଜାନଗମ ମହାରାଜା ଗାନ୍ଧୀର ଆଦଶକେ ଶୁଣେ ଓ ସୁବ୍ରୁ ତା ନିଜେରେ ଜୀବନେ କର୍ତ୍ତରଙ୍କ କରନ୍ତେ ଚାହିଁଛେ । ବୃଦ୍ଧପତିବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ତିନି ଜାହାନାବାଦ, ମଧ୍ୟମୁକ୍ତୁର, ଗ୍ରୀ ଏବଂ ବେଳେ ଗ୍ରୀତ ସାତ କରେଛନ୍ ଏବଂ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଜାନିଯେବେ ସେ ମହାରାଜା ଗାନ୍ଧୀର ଆଦଶ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ବସ୍ତର ମହାରାଜା ଆଧିକାରୀଙ୍କ ପଦରୁ ଚାଲି କରେ ନିଜେରେ ନାମେ କେବଳ ମେଖେ ନାମେ ନାଟିବରେ । ଏମନିକି ଗାନ୍ଧୀର ପଦରୁ ଚାଲି କରେ ନିଜେରେ ନାମେ ସେଇ ସୁତ୍ରକାଶକୁ ନାଟିବରେ କରେଇଲା କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ବିତରିତ ଜମିଟେ ହେବେ ରାମ ମନ୍ଦିରର ମହାରାଜା ପଦରୁ ୫ ଏକର ଜମି ପାଇବାରେ ବିରାଜିତ କରେ ତିନି ଥିଲୁ ତାର ମାତ୍ରର ମଧ୍ୟ କାହାର କାହାର ମହାରାଜା ପଦରୁ ଚାଲି କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ବସ୍ତର ମହାରାଜା ଆଧିକାରୀଙ୍କ ପଦରୁ ଚାଲି କରୁଥିଲୁ । କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ।

ବିଭିନ୍ନ ଜାନମୂର୍ତ୍ତି ପରିକଳନା ବାତସତର କରାର ଜାନ ଲେଗେ ପଡ଼େ ବେଳୀରୀ ସରକାରର ଆଶ୍ରମ ଅନୁମୂଳକ ନାଟିବରେ । ଏମନିକି ଗାନ୍ଧୀର ଆଦଶ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ । ଏମନିକି ଗାନ୍ଧୀର ଆଦଶ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ । ଏମନିକି ଗାନ୍ଧୀର ଆଦଶ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ।

ବେଳେ ଏଣେ ଦେବେ କେବଳ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ।

ବେଳେ ଏଣେ ଦେବେ କେବଳ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ।

ବେଳେ ଏଣେ ଦେବେ କେବଳ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ।

ବେଳେ ଏଣେ ଦେବେ କେବଳ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ।

ବେଳେ ଏଣେ ଦେବେ କେବଳ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ।

ବେଳେ ଏଣେ ଦେବେ କେବଳ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ।

ବେଳେ ଏଣେ ଦେବେ କେବଳ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ।

ବେଳେ ଏଣେ ଦେବେ କେବଳ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ।

ବେଳେ ଏଣେ ଦେବେ କେବଳ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ।

ବେଳେ ଏଣେ ଦେବେ କେବଳ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ।

ବେଳେ ଏଣେ ଦେବେ କେବଳ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ।

ବେଳେ ଏଣେ ଦେବେ କେବଳ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ।

ବେଳେ ଏଣେ ଦେବେ କେବଳ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ।

ବେଳେ ଏଣେ ଦେବେ କେବଳ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ।

ବେଳେ ଏଣେ ଦେବେ କେବଳ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ।

ବେଳେ ଏଣେ ଦେବେ କେବଳ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ।

ବେଳେ ଏଣେ ଦେବେ କେବଳ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ।

ବେଳେ ଏଣେ ଦେବେ କେବଳ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ।

ବେଳେ ଏଣେ ଦେବେ କେବଳ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ।

ବେଳେ ଏଣେ ଦେବେ କେବଳ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ।

ବେଳେ ଏଣେ ଦେବେ କେବଳ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ।

ବେଳେ ଏଣେ ଦେବେ କେବଳ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ।

ବେଳେ ଏଣେ ଦେବେ କେବଳ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ।

ବେଳେ ଏଣେ ଦେବେ କେବଳ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ।

ବେଳେ ଏଣେ ଦେବେ କେବଳ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ।

ବେଳେ ଏଣେ ଦେବେ କେବଳ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ।

ବେଳେ ଏଣେ ଦେବେ କେବଳ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ।

ବେଳେ ଏଣେ ଦେବେ କେବଳ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ।

ବେଳେ ଏଣେ ଦେବେ କେବଳ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ।

ବେଳେ ଏଣେ ଦେବେ କେବଳ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ।

ବେଳେ ଏଣେ ଦେବେ କେବଳ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ।

ବେଳେ ଏଣେ ଦେବେ କେବଳ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ।

ବେଳେ ଏଣେ ଦେବେ କେବଳ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ।

ବେଳେ ଏଣେ ଦେବେ କେବଳ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ।

ବେଳେ ଏଣେ ଦେବେ କେବଳ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ।

ବେଳେ ଏଣେ ଦେବେ କେବଳ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ।

ବେଳେ ଏଣେ ଦେବେ କେବଳ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ।

ବେଳେ ଏଣେ ଦେବେ କେବଳ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧାରାକୁ ଯାଦ କରୁଥିଲୁ ।

ବେଳେ ଏଣେ ଦେବେ କ



